পবিত্র রমযান মাসের বিশেষ৩০টি আমল!!♦

■■পবিত্র মাহে রমযান ১৪৪৪ হিজরী//২০২৩ খৃস্টাব্দ!!

■■ খোশ আমদেদ পবিত্র মাহে রমযান! আর কয়েকটি দিন পরেই শুরু হবে রহমত, বরকত, মাগফিরাত এবং নাযাতের পবিত্র মাস পবিত্র মাহে রমযান!

■▪পবিত্র মাহে রমযান উপলক্ষে সবাইকে আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন ও মুবারকবাদ জানাচ্ছি! ধন্যবাদ এবং শুভ কামনা সবার জন্য!। আল্লাহ্ হাফিয।।

●● পবিত্র রমযান মাসের গুরুত্বপূর্ণ

●●[০১] সিয়াম পালন করাঃ

ইসলামের পাঁচটি রুকনের একটি রুকন হল সিয়াম। আর রমযান মাসে সিয়াম পালন করা ফরয। সেজন্য রমযান মাসের প্রধান আমল হলো সুন্নাহ মোতাবেক সিয়াম পালন করা। মহান আল্লাহ বলেনঃ

﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهۡرَ فَلۡيَصُمۡهُۖ﴾ [البقرة: ١٨٥]

"সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে, মাসটিতে উপস্থিত হবে, সে যেন তাতে সিয়াম পালন করে।" [সূরা আল-বাকারাহ : ১৮৫]।

▪সিয়াম পালনের ফযিলাত সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

« مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»

--- 'যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ইখলাস নিয়ে অর্থাৎ একনিষ্ঠভাবে আল্লাহকে সন্তুষ্টি করার জন্য রমযানে সিয়াম পালন করবে, তার অতীতের সব গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।"

--[সহীহ বুখারী : ২০১৪]।

«مَا مِنْ عَبْدٍ يَصُوْمُ يَوْمًا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ إِلاَّ بَاعَدَ اللهُ بِذَلِكَ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا»

"যে কেউ আল্লাহর রাসত্মায় (অর্থাৎ শুধুমাত্র আল্লাহকে খুশী করার জন্য) একদিন সিয়াম পালন করবে, তাদ্বারা আল্লাহ তাকে জাহান্নামের অগ্নি থেকে সত্তর বছরের রাসত্মা পরিমাণ দূরবর্তীস্থানে রাখবেন।"--[সহীহ মুসলিম : ২৭৬৭]

●●[০২] সময় মত সালাত আদায় করাঃ

সিয়াম পালনের সাথে সাথে সময় মত নামায আদায় করার মাধ্যমে জান্নাতে যাওয়ার পথ সুগম হয়। কুরআন মাজীদে বলা হয়েছেঃ

﴿إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتۡ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ كِتَٰبٗا مَّوۡقُوتٗا ١٠٣﴾ [النساء: ١٠٣]

‘নিশ্চয়ই সালাত মুমিনদের উপর নির্দিষ্ট সময়ে ফরয।" -[সূরা নিসা : ১০৩]

▪***এ বিষয়ে হাদীসে এসেছেঃ***

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَقْرَبُ إِلَى الْجَنَّةِ قَالَ الصَّلَاةُ عَلَى مَوَاقِيتِهَا»

আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর নবী! কোন আমল জান্নাতের অতি নিকটবর্তী? তিনি বললেনঃ সময় মত নামায আদায় করা।" --[সহীহ মুসলিম : ২৬৩]

●● [০৩] সহীহভাবে কুরআন শেখাঃ

রমযান মাসে কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে। এ মাসের অন্যতম আমল হলো সহীহভাবে কুরআন শেখা। আর কুরআন শিক্ষা করা সকল মুসলমানের উপর ফরয করা হয়েছে। কেননা কুরআনে বলা হয়েছেঃ

﴿ ٱقۡرَأۡ بِٱسۡمِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ ١ ﴾ [العلق: ١]

“পড় তোমার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।"----[সূরা আলাক : ১]।

▪রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআন শেখার নির্দেশ দিয়ে বলেনঃ

«تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ ، وَاتْلُوهُ »

“তোমরা কুরআন শিক্ষা কর এবং তিলাওয়াত কর।"-[মুসনাদ আলজামি : ৯৮৯০]।

●● [০৪] অপরকে কুরআন পড়া শেখানোঃ

রমযান মাস অপরকে কুরআন শেখানোর উত্তম সময়। এ মাসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে সাহাবীদেরকে কুরআন শিক্ষা দিতেন। এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

«خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ»

“তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি সেই, যে নিজে কুরআন শিক্ষা করে ও অপরকে শিক্ষা দেয়।"-[সহীহ আল-বুখারী : ৫০২৭]।

«مَنْ عَلَّمَ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، كَانَ لَهُ ثَوَابُهَا مَا تُلِيَتْ

"যে আল্লাহর কিতাব থেকে একটি আয়াত শিক্ষা দিবে, যত তিলাওয়াত হবে তার সাওয়াব সে পাবে।"---[সহীহ কুনুযুস সুন্নাহ আন-নবুবিয়্যাহ : ০৭]।

●●[০৫] সাহরী খাওয়াঃ

সাহরী খাওয়ার মধ্যে বরকত রয়েছে এবং সিয়াম পালনে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। হাদীসে এসেছেঃ

« السُّحُورُ أَكْلَةٌ بَرَكَةٌ فَلاَ تَدَعُوهُ ، وَلَوْ أَنْ يَجْرَعَ أَحَدُكُمْ جَرْعَةً مِنْ مَاءٍ ، فَإِنَّ اللَّهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ»

"সাহরী হল বরকতময় খাবার। তাই কখনো সাহরী খাওয়া বাদ দিয়ো না। এক ঢোক পানি পান করে হলেও সাহরী খেয়ে নাও। কেননা সাহরীর খাবার গ্রহণকারীকে আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর ফেরেশতারা স্মরণ করে থাকেন।"---[মুসনাদ আহমাদ : ১১১০১, সহীহ]

●●[০৬] সালাতুত তারাবীহ পড়াঃ

সালাতুত তারাবীহ পড়া এ মাসের অন্যতম আমল। তারাবীহ পড়ার সময় তার হক আদায় করতে হবে। হাদীসে এসেছেঃ

« مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»

"যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সাওয়াব হাসিলের আশায় রমাদানে কিয়ামু রমযানন (সালাতুত তারাবীহ) আদায় করবে, তার অতীতের সব গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।"--[সহীহ আল-বুখারী : ২০০৯]

■■ বিঃদ্রঃ

তারাবীহ এর সালাত বিতরসহ সর্বমোট ১১ রাকাত। তারাবীহ এর কথাটি অর্থ হচ্ছেঃ "ধীরস্থীরভাবে আদায় করতে হবে। তারাবীহ জামায়াতের সাথে আদায় করা সুন্নাহ এর অন্তর্ভুক্ত।" তাছাড়া দুই দুই রাকা'আত করে যত ইচ্ছে পড়তে পারেন ফজরের পূর্ব মহুর্ত। হাদীসে আছেঃ

«إِنَّهُ مَنْ قَامَ مَعَ الإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ»

"যে ব্যক্তি ইমামের সাথে প্রস্থান করা অবধি সালাত আদায় করবে (সালাতুত তারাবীহ) তাকে পুরো রাত কিয়ামুল লাইলের সাওয়াব দান করা হবে।" [সুনান আবূ দাউদ : ১৩৭৭]

●●[০৭] বেশি বেশি কুরআন তিলাওয়াত করাঃ

এটি কুরআনের মাস। তাই এ মাসে অন্যতম কাজ হলো বেশি বেশি কুরআন তিলাওয়াত করা। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ
« مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ ، وَالحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا ، لاَ أَقُولُ الٓم حَرْفٌ ، وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلاَمٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ»

"যে ব্যক্তি কুরআনের একটি হরফ পাঠ করে, তাকে একটি নেকি প্রদান করা হয়। প্রতিটি নেকি দশটি নেকির সমান। আমি বলি না যে, আলিফ-লাম-মীম একটি হরফ। বরং আলিফ একটি হরফ, লাম একটি হরফ এবং মীম একটি হরফ।"--[সুনান আত-তিরমিযী: ২৯১০, সহীহ]।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম রমযান ব্যতীত কোন মাসে এত বেশি তিলাওয়াত করতেন না। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ
« وَلاَ أَعْلَمُ نَبِىَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَرَأَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ فِى لَيْلَةٍ وَلاَ صَلَّى لَيْلَةً إِلَى الصُّبْحِ وَلاَ صَامَ شَهْرًا كَامِلاً غَيْرَ رَمَضَانَ».

"রমযান ব্যতীত অন্য কোনো রাত্রিতে আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আ'লাইহি ওয়াসাল্লামকে পূর্ণ কুরআন তিলাওয়াত করতে, কিংবা ভোর অবধি সালাতে কাটিয়ে দিতে অথবা পূর্ণ মাস রোযা পালন করে কাটিয়ে দিতে দেখিনি।"- **[সহীহ মুসলিম : ১৭৭৩]**।

●●[০৮] শুকরিয়া আদায় করাঃ

কারো জীবনে রমযান মাস পাওয়া বিরাট একটি সৌভাগ্যের বিষয়। সেজন্য আল্লাহ তা'আলার বেশি বেশি শুকরিয়া আদায় করা এবং আগামী রমযান পাওয়ার জন্য তাওফীক কামনা করা। রমযান সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছেঃ
﴿ وَلِتُكۡمِلُواْ ٱلۡعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمۡ وَلَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ ١٨٥ ﴾ [البقرة: ١٨٥]
--"আর যাতে তোমরা সংখ্যা পূরণ কর এবং তিনি তোমাদেরকে যে হিদায়াত দিয়েছেন, তার জন্য আল্লাহর বড়ত্ব ঘোষণা কর এবং যাতে তোমরা শোকর কর।"--*[সূরা* **আলবাকারাহ : ১৮৫]**
﴿وَإِذۡ تَأَذَّنَ رَبُّكُمۡ لَئِن شَكَرۡتُمۡ لَأَزِيدَنَّكُمۡ وَلَئِن كَفَرۡتُمۡ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٞ ٧ ﴾ [ابراهيم: ٧]
'আর যখন তোমাদের রব ঘোষণা দিলেন, 'যদি তোমরা শুকরিয়া আদায় কর, তবে আমি অবশ্যই তোমাদের বাড়িয়ে দেব, আর যদি তোমরা অকৃতজ্ঞ হও, নিশ্চয় আমার আজাব বড় কঠিন'।" **[সূরা ইবরাহীম : ৭]**

▪আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেনঃ নাবী সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম নিয়ামাতের শুকরিয়া আদায় করে বলতেনঃ

« اَلْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ »

অর্থাৎঃ "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।" --[সুনান আত-তিরমিযী : ২৭৩৮]

●● [০৯] কল্যাণকর কাজে বেশি বেশি করাঃ

এ মাসটিতে একটি ভাল কাজ অন্য মাসের চেয়ে অনেক বেশি উত্তম। সেজন্য যথাসম্ভব বেশি বেশি ভাল কাজ করতে হবে। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

« وَيُنَادِى مُنَادٍ يَا بَاغِىَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ وَيَا بَاغِىَ الشَّرِّ أَقْصِرْ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ »

"এ মাসের প্রত্যেক রাতে একজন ঘোষণাকারী এ বলে আহবান করতে থাকে যে, হে কল্যাণের অনুসন্ধানকারী তুমি আরো অগ্রসর হও! হে অসৎ কাজের পথিক, তোমরা অন্যায় পথে চলা বন্ধ কর। (তুমি কি জান?) এ মাসের প্রতি রাতে আল্লাহ তায়ালা কত লোককে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে থাকেন।" [সুনান আত-তিরমিযী : ৬৮৪]।

●● [১০] সলাতুত তাহাজ্জুদ পড়াঃ

রমযান মাস ছাড়াও সালাতুত তাহাজ্জুদ পড়ার মধ্যে বিরাট সাওয়াব এবং মর্যাদা রয়েছে। রমযানের কারণে আরো বেশি ফযীলত রয়েছে। যেহেতু সাহরী খাওয়ার জন্য উঠতে হয়, সেজন্য পবিত্র রমযান মাসে সালাতুত তাহাজ্জুদ আদায় করার বিশেষ সুযোগও রয়েছে। আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসে নাবী সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

« أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ وَأَفْضَلُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلاَةُ اللَّيْلِ »

-------"ফরয সালাতের পর সর্বোত্তম সালাত হল রাতের সালাত অর্থাৎ তাহাজ্জুদের সালাত।"--[সহীহ মুসলিম : ২৮১২]।

●● [১১] বেশি বেশি দান-সাদাকাহ করাঃ

এ মাসে বেশি বেশি দান-সাদাকাহ করার জন্য চেষ্টা করতে হবে। ইয়াতীম, বিধবা এবং গরীব মিসকীনদের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া ও বেশি বেশি দান খয়রাত করা। হিসাব করে এ মাসে যাকাত দেয়া উত্তম। কেননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম এ মাসে বেশি বেশি দান খয়রাত করতেন। আবদুল্লাহ ইবনে আববাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিতঃ

«كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ ، وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ«

-------"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দানশীল আর রমযানে তাঁর এ দানশীলতা আরো বেড়ে যেত।" --**[সহীহ আল-বুখারী : ১৯০২]**।

●● [১২] উত্তম চরিত্র গঠনের অনুশীলন করাঃ

রমযান মাস হচ্ছে নিজকে গঠনের মাস। এ মাসে এমন প্রশিক্ষণ নিতে হবে যার মাধ্যমে বাকি মাসগুলো ঠিক এভাবেই পরিচালিত হয়। কাজেই এ সময় আমাদেরকে সুন্দর চরিত্র গঠনের অনুশীলন করতে হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

« وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلاَ يَرْفُثْ يَوْمَئِذٍ وَلاَ يَسْخَبْ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّى امْرُؤٌ صَائِمٌ»

-------"তোমাদের মধ্যে কেউ যদি রোযা রাখে, সে যেন তখন অশস্নীল কাজ ও শোরগোল থেকে বিরত থাকে। রোযা রাখা অবস্থায় কেউ যদি তার সাথে গালাগালি ও মারামারি করতে আসে সে যেন বলে, আমি রোযাদার।"--**[সহীহ মুসলিম : ১১৫১]**।

●● [১৩] ই'তিকাফ করাঃ

ই'তিকাফ অর্থ অবস্থান করা। অর্থাৎ মানুষদের থেকে পৃথক হয়ে সালাত, সিয়াম এবং কুরআন তিলাওয়াত, দু'আ, ইসতিগফার এবং অন্যান্য ইবাদাতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার সান্নিধ্যে একাকী কিছু সময় যাপন করা। এ ইবাদাতের এত মর্যাদা যে, প্রত্যেক রমযানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম রমাদানের শেষ দশ দিন নিজে এবং তাঁর সাহাবীগণ ই'তিকাফ করতেন। আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিতঃ

« كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَعْتَكِفُ فِي كُلِّ رَمَضَانَ عَشْرَةَ أَيَّامٍ فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ اعْتَكَفَ عِشْرِينَ يَوْمًا».

----"প্রত্যেক রমাযানেই তিনি শেষ দশ দিন ই'তিকাফ করতেন। কিন্তু জীবনের শেষ রমযানে তিনি ইতিকাফ করেছিলেন বিশ দিন।" [সহীহ আলবুখারী : ২০৪৪]। ▪দশ দিন ই'তেকাফ করা সুন্নাত।

●● [১৪] দাওয়াতে দ্বীনের কাজ করাঃ

রমযান মাস হচ্ছে দ্বীনের দাওয়াতের সর্বোত্তম মাস। আর মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকাও উত্তম কাজ। এজন্য এ মাসে মানুষকে দ্বীনের পথে নিয়ে আসার জন্য আলোচনা করা, কুরআন ও হাদীসের দারস প্রদান, বই বিতরণ, কুরআন বিতরণ ইত্যাদি কাজ বেশি বেশি করে করা। আলকুরআনের ঘোষণাঃ

﴿ وَمَنۡ أَحۡسَنُ قَوۡلٗا مِّمَّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَٰلِحٗا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلۡمُسۡلِمِينَ ٣٣ ﴾ [فصلت: ٣٣]

-------"ঐ ব্যক্তির চাইতে উত্তম কথা আর কার হতে পারে যে আল্লাহর দিকে ডাকলো, নেক আমল করলো এবং ঘোষণা করলো, আমি একজন মুসলিম।" --[সূরা হা-মীম সাজদাহ : ৩৩]।

▪হাদীসে এসেছেঃ

«مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ »

-------"ভাল কাজের পথ প্রদর্শনকারী ব্যক্তি এ কাজ সম্পাদনকারী অনুরূপ সাওয়াব পাবে।"-[সুনান আত-তিরমীযি : ৬৬৭০]।

●● [১৫] সামর্থ্য থাকলে উমরা পালন করাঃ

এ মাসে একটি উমরা করলে একটি হাজ্জ্ব আদায়ের সমান সাওয়াব হয়। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আববাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

«قَالَ فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً مَعِي».

-"রমযান মাসে উমরা করা আমার সাথে হাজ্জ আদায় করার সমতুল্য।" [সহীহ আলবুখারী : ১৮৬৩]।

●● [১৬] লাইলাতুল কদর তালাশ করাঃ

রমযান মাসে এমন একটি রাত রয়েছে যা হাজার মাসের চেয়ে উত্তম। আল-কুরআনের ঘোষণাঃ

﴿ لَيۡلَةُ ٱلۡقَدۡرِ خَيۡرٞ مِّنۡ أَلۡفِ شَهۡرٖ ٣ ﴾ [القدر: ٣]
-- “কদরের রাত হাজার মাসের চেয়েও উত্তম।" --[সূরা কদর : ৪]।

▪ হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

«مَنْ يَقُمْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».

---“যে ব্যক্তি ঈমান ও সাওয়াব পাওয়ার আশায় ইবাদাত করবে তাকে পূর্বের সকল গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।"-[সহীহ আল-বুখারী : ৩৫]।

▪এ রাত পাওয়াটা বিরাট সৌভাগ্যের বিষয়। এক হাদীসে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেনঃ

«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَجْتَهِدُ فِى الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مَا لاَ يَجْتَهِدُ فِى غَيْرِهِ».

--“রাসূল সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম অন্য সময়ের তুলনায় রমযানের শেষ দশ দিনে অধিক হারে পরিশ্রম করতেন।" --[*সহীহ মুসলিম : ১১৭৫]।*

▪লাইলাতুল কদরের দু'আঃ

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন, হে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম! যদি আমি লাইলাতুল কদর পেয়ে যাই তবে কি বলব? তিনি (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, বলবেঃ

«اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّى»

--“হে আল্লাহ আপনি ক্ষমাশীল, ক্ষমাকে ভালবাসেন, তাই আমাকে ক্ষমা করে দিন।” --[সুনান আত-তিরমিযী : ৩৫১৩]

●● [১৭]বেশি বেশি দু'আ ও কান্নাকাটি করাঃ

দু'আ একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত। এজন্য এ মাসে বেশি বেশি দু'আ করা এবং আল্লাহর নিকট বেশি বেশি কান্নাকাটি করা। হাদীসে এসেছেঃ

«إِنَّ للهِ تَعَالَى عِنْدَ كُلِّ فِطْرٍ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، وَذَلِكَ كُلّ لَيْلَةٍ»

“ইফতারের মূহূর্তে আল্লাহ রাববুল আলামীন বহু লোককে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে থাকেন। মুক্তির এ প্রক্রিয়াটি রমযানের প্রতি রাতেই চলতে থাকে।” --[আল জামিউস সাগীর : ৩৯৩৩]।

▪অন্য হাদীসে এসেছেঃ

«إِنَّ للهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عُتَقَاء فِيْ كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَإِنَّهُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ دَعْوَة مُسْتَجَابَة

-“রমযানের প্রতি দিবসে ও রাতে আল্লাহ তা‘আলা অনেককে মুক্ত করে দেন। প্রতি রাতে ও দিবসে প্রতি মুসলিমের দো‘আ কবূল করা হয়।” --[সহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব : ১০০২]।

●● [১৮] ইফতার করাঃ

সময় হওয়ার সাথে সাথেই ইফতার করা বিরাট একটি ফযীলাতপূর্ণ আমল। আর ইফতার করতে কোন বিলম্ব না করা। কেননা হাদীসে এসেছে,

« إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ صَائِمًا فَلْيُفْطِرْ عَلَى التَّمْرِ فَإِنْ لَمْ يَجِدِ التَّمْرَ فَعَلَى الْمَاءِ فَإِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ »

-- “যে ব্যক্তি সিয়াম পালন করবে, সে যেন খেজুর দিয়ে ইফতার করে। খেজুর না পেলে পানি দিয়ে ইফতার করবে। কেননা পানি হলো অধিক পবিত্র।" --[সুনান আবু দাউদ : ২৩৫৭,সহীহ]।

▪নাবী সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ইফতার করতেন তখন বলতেনঃ

« ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ».

-“পিপাসা নিবারিত হল, শিরা উপশিরা সিক্ত হল এবং আল্লাহর ইচ্ছায় পুরস্কারও নির্ধারিত হল।” [সুনান আবূ-দাউদ: ২৩৫৯, সহীহ]

▪অপর বর্ণনায় যে এসেছেঃ

«اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ »

-- “হে আল্লাহ! তোমার জন্য রোযা রেখেছি, আর তোমারই রিযিক দ্বারা ইফতার করছি।” [সুনান আবু দাউদ :২৩৫৮] এর সনদ দুর্বল। ▪আমাদের উচিত সহীহ হাদীসের উপর আমল করা।

●●[১৯] অন্যকে ইফতার করানোঃ

অপরকে ইফতার করানো একটি বিরাট সাওয়াবের কাজ। প্রতিদিন কমপক্ষে একজনকে ইফতার করানোর চেষ্টা করা দরকার। কেননা হাদীসে এসেছেঃ

«مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِمْ ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٍ. »

- “যে ব্যক্তি কোন রোযাদারকে ইফতার করাবে, সে তার সমপরিমাণ সাওয়াব লাভ করবে, তাদের উভয়ের সাওয়াব হতে বিন্দুমাত্র হ্রাস করা হবে না।” ----[সুনান ইবন মাজাহ : ১৭৪৬, সহীহ]।

●● [২০] তাওবাহ ও ইস্তেগফার করাঃ

তাওবাহ শব্দের আভিধানিক অর্থ ফিরে আসা বা সকল গুনাহের কাজ আর না করার দৃঢ় সিদ্ধান্ত নেয়া। এ মাস তাওবাহ করার উত্তম সময়। আর তাওবাহ করলে আল্লাহ খুশী হন। আল-কুরআনে এসেছেঃ

----"হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহর কাছে তাওবা কর, খাটি তাওবা; আশা করা যায়, তোমাদের রব তোমাদের পাপসমূহ মোচন করবেন এবং তোমাদেরকে এমন জান্নাতসমূহে প্রবেশ করাবেন যার পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত।" **-[সূরা আত-তাহরীম : ৮]।**

▪রাসূল সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

« يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ فَإِنِّى أَتُوبُ فِى الْيَوْمِ إِلَيْهِ مِائَةَ مَرَّةٍ ».

--- "হে মানবসকল! তোমরা আল্লাহর নিকট তাওবাহ এবং ক্ষমা প্রার্থনা কর, আর আমি দিনে তাঁর নিকট একশত বারের বেশি তাওবাহ করে থাকি।"--[সহীহ মুসলিম : ৭০৩৪]।

▪তবে তাওবাহ ও ইস্তেগফারের জন্য উত্তম হচ্ছে, মন থেকে সাইয়্যেদুল ইস্তেগফার পড়া, আর তা হচ্ছেঃ

« اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ»

--- "হে আল্লাহ! তুমি আমার প্রতিপালক, তুমি ছাড়া প্রকৃত এবাদতের যোগ্য কেউ নাই। তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ, আর আমি তোমার গোলাম আর আমি সাধ্যমত তোমার সাথে কৃত অঙ্গীকারের উপর অবিচল রয়েছি। আমার কৃত-কর্মের অনিষ্ট থেকে তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমাকে যত নেয়ামত দিয়েছে সেগুলোর স্বীকৃতি প্রদান করছি। যত অপরাধ করেছি সেগুলোও স্বীকার করছি। অত:এব, তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। কারণ, তুমি ছাড়া ক্ষমা করার কেউ নেই।"

▪ফযীলাতঃ "যে কেউ দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে দিনের বেলা এই দু'আটি (সাইয়েদুল ইসতিগফার) পাঠ করবে ঐ দিন সন্ধ্যা হওয়ার আগে মৃত্যু বরণ করলে নিশ্চিত ভাবেই সে জান্নাতবাসী হবে এবং যে কেউ ইয়াকিনের সাথে রাত্রিতে পাঠ করবে ঐ রাত্রিতে মৃত্যুবরণ করলে নিশ্চিত ভাবেই সে জান্নাতবাসী হবে।" -[সহীহ আল-বুখারী : ৬৩০৬]

●● [২১] তাকওয়া অর্জন করাঃ

তাকওয়া এমন একটি গুণ, যা বান্দাহকে আল্লাহর ভয়ে যাবতীয় পাপকাজ থেকে বিরত রাখে এবং তাঁর সকল আদেশ-নিষেধ মানতে বাধ্য করে। আর রমযান মাস তাকওয়া নামক এই গুণটি অর্জন করার এক বিশেষ মৌসুম। কুরআনে এসেছেঃ

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ١٨٣﴾ [البقرة: ١٨٣]

-- "হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে যেমন ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর। যাতে করে তোমরা এর মাধ্যমে তাকওয়া অবলম্বন করতে পারো" **-[সূরা আলবাকারাহ : ১৮৩]**।

﴿وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّهُۥ مَخۡرَجٗا ٢﴾ [الطلاق: ٢]

--"যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য উত্তরণের পথ তৈরী করে দেন।"--[সূরা তালাক : ০২]

●●[২২] ফজরের পর সূর্যোদয় পর্যন্ত মাসজিদে/

নামাযের যায়গায় অবস্থান করাঃ

ফজরের পর সূর্যোদয় পর্যন্ত মাসজিদে বা যেখানে সালাত আদায় করা হয়েছে সেখানে অবস্থান করা। এটি একটি বিরাট সাওয়াবের কাজ। এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

« مَنْ صَلَّى الغَدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ»

--"যে ব্যক্তি ফজর জামাআত আদায় করার পর সূর্য উদয় পর্যন্ত মাসজিদে অবস্থান করবে, অতঃপর দুই রাকা'আত(ইশরাকের) সালাত আদায় করবে, সে পরিপূর্ণ হাজ্জ ও উমারাহ করার প্রতিদান পাবে।"[সুনান আত-তিরমিযী : ৫৮৬]।

●● [২৩] ফিতরাহ দেওয়াঃ

এ মাসে সিয়ামের ত্রুটি-বিচ্যুতি পূরণার্থে ফিতরাহ দেয়া আবশ্যক। ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেনঃ

«أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ».

-------রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদের সালাত আদায়ের পুর্বে ফিতরাহ আদায় করার আদেশ দিলেন।" **-[সহীহ আল-বুখারী : ১৫০৩]**

●● [২৪] অপরকে খাদ্য খাওয়ানোঃ

রমযান মাসে লোকদের খাওয়ানো, বিশেষ করে সিয়াম পালনকারী গরীব, অসহায়কে খাদ্য খাওয়ানো বিরাট সাওয়াবের কাজ। কুরআনে এসেছেঃ

﴿ وَيُطۡعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ مِسۡكِينٗا وَيَتِيمٗا وَأَسِيرًا ٨ ﴾ [الانسان: ٨]

-------"তারা খাদ্যের প্রতি আসক্তি থাকা সত্ত্বেও মিসকীন, ইয়াতীম ও বন্দীকে খাদ্য দান করে।" [সূরা আদ-দাহর: ৮]

▪এ বিষয়ে হাদীসে বলা হয়েছেঃ

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَيُّ الإِسْلاَمِ «خَيْرٌ قَالَ:«تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلاَمَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ ، وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ».

-- “আবদুল্লাহ ইবন আমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, একজন লোক এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন, ইসলামে উত্তম কাজ কোনটি? তিনি বললেন, অন্যদেরকে খাবার খাওয়ানো এবং পরিচিত ও অপরিচিত সকলকে সালাম দেয়া” -[সহীহ আল-বুখারী : ১২]।

▪অপর বর্ণনায় বর্ণিত আছে যেঃ

«أَيُّمَا مُؤْمِنٍ أَطْعَمَ مُؤْمِنًا عَلَى جُوعٍ أَطْعَمَهُ اللهُ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ»

-- “যে কোনো মুমিন কোনো ক্ষুধার্ত মুমিনকে খাওয়াবে, আল্লাহ তাকে জান্নাতের ফল খাওয়াবেন।" -[বাইহাকী, শু'আবুল ইমান : ৩০৯৮, হাসান]।

●● [২৫] আত্মীয়তার সম্পর্ক উন্নীত করাঃ

আত্মীয়তার সম্পর্ক একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আর তা রক্ষা করাও একটি ইবাদাত। এ বিষয়ে মহান আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلۡأَرۡحَامَۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيۡكُمۡ رَقِيبٗا ١ ﴾ [النساء: ١]

“আর তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর, যার মাধ্যমে তোমরা একে অপরের কাছে চাও। আরও তাকওয়া অবলম্বন কর রক্ত সম্পর্কিত আত্মীয়ের ব্যাপারে। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর পর্যবেক্ষক।" -[সূরা আন-নিসা: ১]

▪আনাস ইবন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

«بُلُّوا أَرْحَامَكُمْ وَلَوْ بِالسَّلَامِ»

“সালাম বিমিয়ের মাধ্যমে হলেও আৎনীয়তার সম্পর্ক তরতাজা রাখ।” **[সহীহ কুনুযুস সুন্নাহ আন-নবওয়িয়্যাহ : ১৩]**।

●● [২৬] কুরআন মুখস্থ বা হিফয করাঃ

কুরআন হিফয করা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কেননা আল্লাহ তা‘আলা নিজেই কুরআন হিফাযতের দায়িত্ব নিয়েছেন। তিনি এ দায়িত্ব মূলত বান্দাদেরকে কুরআন হিফয করানোর মাধ্যমেই সম্পাদন করেন। কুরআনে এসেছেঃ

﴿ إِنَّا نَحۡنُ نَزَّلۡنَا ٱلذِّكۡرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ ٩ ﴾ [الحجر: ٩]

---“নিশ্চয়ই আমি কুরআন নাযিল করেছি, আর আমিই তার হিফাযতকারী।" **[সূরা আল-হিজর: ৯]**।

▪যে যত বেশি অংশ হিফয করতে পারবে তা তার জন্য ততই উত্তম। আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবনুল ‘আস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ

«يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ اقْرَأْ وَارْتَقِ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِى الدُّنْيَا فَإِنَّ مَنْزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَؤُهَا ».

---“কুরআনের ধারক-বাহককে বলা হবে কুরআন পড়ে যাও, আর উপরে উঠতে থাক, ধীর-স্থিরভাবে তারতীলের সাথে পাঠ কর, যেমন দুনিয়াতে তারতীলের সাথে পাঠ করতে। কেননা জান্নাতে তোমার অবস্থান সেখানেই হবে, যেখানে তোমার আয়াত পড়া শেষ হবে।"

-[সুনান আত-তিরমিযী : ২৯১৪]।

●●[২৭] আল্লাহর যিকর করাঃ

এ মাসে বেশি বেশি আল্লাহকে স্মরণ করা ও তাসবীহ পাঠ করা। সময় পেলেই এই দু'আ---

سبحان الله ، الحمدلله ، لا إله إلا الله ، الله أكبر

পড়া। এ বিষয়ে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

« إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى مِنَ الْكَلاَمِ أَرْبَعًا : سُبْحَانَ اللهِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ ، فَمَنْ قَالَ : سُبْحَانَ اللهِ ، كُتِبَ لَهُ عِشْرُونَ حَسَنَةً ، وَحُطَّتْ عَنْهُ عِشْرُونَ سَيِّئَةً ، وَمَنْ قَالَ : اللَّهُ أَكْبَرُ

فَمِثْلُ ذَلِكَ ، وَمَنْ قَالَ : لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ فَمِثْلُ ذَلِكَ ، وَمَنْ قَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ كُتِبَ لَهُ ثَلاَثُونَ حَسَنَةً وَحُطَّتْ عَنْهُ ثَلاَثُونَ سَيِّئَةً»

"আল্লাহ তা'আলা চারটি বাক্যকে বিশেষভাবে নির্বাচিত করেছেন, তাহলো سبحان الله الحمدلله ، لا إله إلا الله ، الله أكبر ، যে ব্যক্তি سبحان الله পড়বে, তার জন্য দশটি সাওয়াব লেখা হয়, আর বিশটি গুনাহ মিটিয়ে দেয়া হয়। যে ব্যক্তি الله أكبر পড়বে, তার জন্য বিশটি সাওয়াব লেখা হয়, আর বিশটি গুনাহ মিটিয়ে দেয়া হয়। যে ব্যক্তি لا إله إلا الله পড়বে, তার জন্য বিশটি সাওয়াব লেখা হয়, আর বিশটি গুনাহ মিটিয়ে দেয়া হয়। আর যে ব্যক্তি আন্তরিকভাবে الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ পড়বে, তার জন্য ত্রিশটি সাওয়াব লেখা হয়, আর ত্রিশটি গুনাহ মিটিয়ে দেয়া হয়।"-[মুসনাদ আহমাদ : ১১৩৪৫]

●●[২৮] মিসওয়াক করাঃ

মিসওয়াকের প্রতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম অশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন। হাদীসে এসেছেঃ

«السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ»

--"মিসওয়াক মুখের জন্য পবিত্রকারী, এবং রবের সন্তুষ্টি আনয়নকারী।" [সহীহ ইবন খুযাইমাহ : ১৩৫]

▪রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম রোযা রেখেও মেসওয়াক করতেন বলে বিভিন্ন বর্ণনায় পাওয়া যায়।

●●[২৯] একজন অপরজনকে কুরআন শুনানোঃ

রমযান মাসে একজন অপরজনকে কুরআন শুনানো একটি উত্তম আমল। এটিকে দাওর বলা হয়। ইবনে আববাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছেঃ

« وَكَانَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَلْقَاهُ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي رَمَضَانَ حَتَّى يَنْسَلِخَ يَعْرِضُ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْقُرْآنَ »

"জিবরাইল আলাইহিস সালাম রমযানের প্রতি রাতে রমযানের শেষ পর্যন্ত রাসূল সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে সাক্ষাৎ করতেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে পবিত্র কুরআন শোনাতেন।"-[সহীহ আল-বুখারী : ১৯০২]

▪ইবনে হাজার রাহেমাহুল্লাহ বলেনঃ জিবরাইল(আঃ)

প্রতি বছর রাসূলের সাথে সাক্ষাৎ করে এক রমযান হতে অন্য রমযান অবধি পবিত্র কুরআনের যা নাযিল হয়েছে, তা শোনাতেন এবং শুনতেন। যে বছর রাসূলের অন্তর্ধান হয়, সে বছর তিনি দু বার শোনান ও শোনেন।" -[ফাতহুল বারি, ১/৪২]

●●[৩০] কুরআন বুঝা এবং আমল করাঃ

কুরআনের এ মাসে কুরআন বুঝা এবং আমল করা গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত। কুরআন অনুযায়ী নিজের জীবনকে গড়ে তোলা। এ বিষয়ে কুরআনে নির্দেশ দেয়া হয়েছেঃ

﴿ٱتَّبِعُواْ مَآ أُنزِلَ إِلَيۡكُم مِّن رَّبِّكُمۡ وَلَا تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِۦٓ أَوۡلِيَآءَۚ قَلِيلٗا مَّا تَذَكَّرُونَ ٣ ﴾ [الاعراف: ٣]

-:তোমাদের প্রতি তোমাদের রবের পক্ষ থেকে যা নাযিল করা হয়েছে, তা অনুসরণ কর এবং তাকে ছাড়া অন্য অভিভাবকের অনুসরণ করো না। তোমরা সামান্যই উপদেশ গ্রহণ কর।"

-[সূরা আল-আ'রাফ : ৩]।

▪কুরআনের জ্ঞানে পারদর্শী আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেনঃ

« كُنَّا نَتَعَلَّمُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ آيَاتٍ فَمَا نَعْلَمُ الْعَشْرَ الَّتِي بَعْدَهُنَّ حَتَّى نَتَعَلَّمَ مَا أُنْزِلَ فِي هَذِهِ الْعَشْرِ مِنَ الْعَمَلِ»

-"আমরা যখন নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম হতে কুরআনের দশটি আয়াত শিক্ষা গ্রহণ করতাম, এরপর ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা পরবর্তী দশটি আয়াত শিক্ষা করতাম না, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা এই দশ আয়াতের ইলম ও আমল শিখতাম।:-**[শরহে মুশকিলুল আছার : ১৪৫০]**।

■■এ মাসে যা করণীয় নয়ঃ

রমযান মাসের ফযীলত হাসিল করার জন্য এমন কিছু কাজ রয়েছে যা থেকে সবার বিরত থাকা দরকার। সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

●▪০১. বিলম্বে ইফতার না করা।

●▪০২. সাহরী না খাওয়া এবং কোন হাজতের কারণে সাহরী খেতে না পারলে রোযা ভঙ্গ না করা।

●▪০৩. শেষের দশ দিন কেনা কাটায় ব্যস্ত না থাকা।

●▪০৪. মিথ্যা বলা ও অন্যান্য পাপ কাজ করা থেকে বিরত থাকা।

●▪০৫. অপচয় ও অপব্যয় না করা।

●▪০৬. তিলাওয়াতের হক আদায় না করে কুরআন খতম না করা।

●▪০৭. জামা'আতের সাথে ফরয সালাত আদায়ে অলসতা না করা।

●▪০৮. বেশি বেশি না খাওয়া।

●▪০৯. রিয়া বা লোক দেখানো ইবাদাত না করা।

●▪১০. বেশি বেশি না ঘুমানো।

●▪১১. সংকট তৈরি না করা এবং জিনিস পত্রের দাম বৃদ্ধি না করা।

●▪১২. অশ্লীল ছবি বা নাটক না দেখা।

●▪১৩. বেহুদা কাজে রাত জাগরণ না করা।

●▪১৪. বিদ'আত না করা এবং

●▪১৫. দুনিয়াবী ব্যস্ততায় মগ্ন না থাকা।

●▪১৬ আমলে উদাসিন বা অমনোযোগী না থাকা।

■■ **প্রিয় পাঠক/পাঠিকা**!

পবিত্র রমযান মাস পাওয়ার মত সৌভাগ্যের বিষয় আর কী হতে পারে! আমরা যদি এ মাসের প্রতিটি আমল সুন্নাহ পদ্ধতিতে করতে পারি, তাহলেই আমাদের রমযান পাওয়া সার্থক হবে।

■▪কেননা হাদীসে এসেছেঃ

«وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ أَتَى عَلَيْهِ شَهْرُ رَمَضَانَ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ ، وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ»

-----"যে ব্যক্তি রমযান মাস পেলো অথচ তার গুনাহ মাফ করাতে পারল না সে ধ্বংস হোক।"

---**[শারহুস সুন্নাহ : ৬৮৯]**।

■▪আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে সঠিক এবং পরিপূর্ণ ভাবে রমযান মাসের ফযীলত হাসিল করার তাওফীক দিন(আ-মীন)।

●*১৬/০৩/২০২৩ খৃস্টাব্দ ●০২/১২/১৪২৯ বঙ্গাব্দ]।*

●*[হিজরী-২৩/০৮/১৪৪৪]*

R-Enterprise

বিভিন্ন শায়খ দের অডিও ওয়ায মেমরিতে লোড করা, এবং ফ্রী তে দেওয়া হয়।

এটি একটি সহীহ মানহাজ ভিত্তিক ওয়েবসাইট সম্পুর্ন ফ্রীতে..

sarolpoth.blogspot.com

salafimp3web.blogspot.com

এক নজরে, যে সমস্থ কাজ করা হয়

অল্প খরচে যত্নসহকারে সঠিক কাজ করা হয় ও সঠিক কাজের পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা ফ্রী-তে দেওয়া হয়

১) ☞ সাদা ও রঙিন জেরক্স প্রিন্টিং ও ছবির কাজ।
২) ☞ ভোটারের সাথে আধার লিঙ্ক ও সংশোধন এবং ডাউনলোড করা হয়।
৩) ☞ আধার কার্ডের সংশোধনের কাজ ও মোবাইল নং ছাড়াও আধার কার্ড বের করা হয়।
৪) ☞ স্কলারশিপ এর সমস্থ কাজ।
৫) ☞ বিদ্যুৎ বিল দেওয়া হয় ও সমস্থ ট্রেড লাইসেন্স এর কাজ করা হয়।
৬) ☞নতুন জন্ম সার্টিফিকেট আবেদন ও সংশোধন এবং বের করে দেওয়া হয়।
৭) ☞ জমির রেকর্ড করা হয় ও বের করা হয় এবং দলিল হারিয়ে গেলে বের করে দেওয়া হয়।
৮) ☞কৃষক বন্ধু ও PM কিষানের সমস্থ কাজ করা হয়।
৮) ☞পঞ্চায়েতের সমস্থ সার্টিফিকেট আবেদন ও বের করা হয়। এবং বিডিও(B.D.O) সার্টিফিকেট ও কাস্ট সার্টিফিকেট (OBC,SC,ST) এর কাজ এবং বের করা হয়।
৯) ☞ট্রেন ও বিমানের কনফার্ম টিকিট এর কাজ।
১০)☞ রেশন/খাদ্য সুরক্ষা কার্ড এর সমস্থ কাজ।
১১) ☞ প্যান কার্ড, পাসপোর্ট আবেদনের এর কাজ।
১৪) ☞স্বাস্থ্য সাথী কার্ডের সমস্থ কাজ করা হয়।

গোধনপাড়া থেকে ডোমকল রাস্তায় যেতে ১০০ মিটার, ডানদিকে। যোগাযোগ নং- 9775094205